



মুজিববাদ একটি ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক ধারণা, আওয়ামী দুঃশাসনের হাতিয়ার: নাহিদ ইসলাম



সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহবায়ক ও সাবেক তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম সম্প্রতি তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দেশনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘জাতির পিতা’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান স্বীকার করা সত্ত্বেও তার শাসনামলে বাংলাদেশে যে দুঃশাসন হয়েছিল, তা আমরা ভুলতে পারি না। নাহিদ ইসলাম উল্লেখ করেন, মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ভারতের প্রতি নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রবর্তন, দেশব্যাপী রাজনৈতিক হত্যা, লুটপাট এবং একদলীয় বাকশাল—এগুলো ছিল তার শাসনের অন্ধকার দিক। তিনি বলেন, “আওয়ামী লীগের আধিপত্যমূলক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হলো মুজিবপূজা এবং মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি, যা জনগণকে দমন, সম্পদ লুট এবং নাগরিকদের শ্রেণি বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মুক্তিযুদ্ধ ছিল সবার সংগ্রাম। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে নিজেদের ‘পিতৃভূমি’ মনে করে দায়িত্বহীনভাবে শাসন করেছে এবং মুজিবের নাম ব্যবহার করে প্রতিটি দুর্নীতি ও নিপীড়নের যুক্তি দেখিয়েছে।”

নাহিদ ইসলাম ২০২৪ সালের জুলাই গণ অভ্যুত্থানকে দেশের আধিপত্যমূলক রাজনীতির পরাজয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “কোনো ব্যক্তি, কোনো পরিবার বা কোনো মতাদর্শ আর কখনো নাগরিকদের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না। ‘জাতির পিতা’ শিরোনাম ইতিহাস নয়, এটি একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, যা ভিন্নমত দমন এবং রাষ্ট্রে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।”

তিনি সতর্ক করেছেন, ‘মুজিববাদ’ একটি ফ্যাসিস্ট ও বিভাজনমূলক রাজনৈতিক ধারণা। নাহিদ ইসলামের মতে, “এটি হত্যা, জবরদস্তি, লুটপাট, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হরণ এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সংগ্রাম কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, এটি ফ্যাসিস্ট আদর্শের বিরুদ্ধে।”

শেষে তিনি বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হলো একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা, যেখানে কোনো দল, নেতা বা বংশগোষ্ঠী জনগণের ওপর শাসন করবে না। বাংলাদেশ কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, এটি জনগণের প্রজাতন্ত্র।”